গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঝালকাঠি
www.dae.jhalakathi.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০১.৪২০০.০৩৯.৫১.০০৫.২২.২

তারিখ: ১ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **ঘনকুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহে কৃষক ভাইদের করণীয়।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, শীতের এসময়ে নিম্ন তাপমাত্রা, ঘন কুয়াশা, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়া বোরো বীজতলা, আলু, টমেটো, সরিষা, সীম, পান, আম, লিচু, কুল ও অন্যান্য ফসলের জন্য ক্ষতিকর। এ অবস্থা হতে ফসল সমূহকে রক্ষার জন্য কৃষক ভাইদের করণীয় দিকগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

বোরো বীজতলাঃ

ঘনকুয়াশা, নিম্নতাপমাত্রা ও শৈত্য প্রবাহের ফলে বোরো বীজতলা কোল্ড ইনজুরির কারণে চারা হলুদ হয়ে মারা যাওয়া, চারাধ্বসা ও কৃসেক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে-

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজতলা ডুবিয়ে সেচ দিতে হবে এবং সকালে পানি বের করে দিতে হবে।
- আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন হলে বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে রাত দিন ঢেকে রাখতে হবে এবং রোদ হলে পলিথিন উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- সকালে চারার উপর দিয়ে দড়ি টেনে শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে, এতে চারা কোল্ড ইনজুরি থেকে রক্ষা পাবে।
- প্রতি শতাংশ বীজতলায় ৪০০ গ্রাম জিপসাম, ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২ কেজি ছাই প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।
- চারাধ্বসা ও চারা মরা রোগের জন্য মেনকোজেব প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজতলায় স্প্রে করতে হবে।

আলু ও টমেটোঃ

শৈত্য প্রবাহ চলাকালে ঘনকুয়াশা থাকলে আলু, টমেটো ক্ষেতে নাবীধ্বসা ও আগাম ধ্বসা রোগ দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা থেকে আলু ও টমেটো ফসল রক্ষা করতে-

- মড়ক দেখা দেওয়ার পূর্বেই ভেলি বেঁধে দেওয়ার পর প্রতিরোধক হিসেবে স্পর্শ জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন ডাইথেন এম-৪৫/ ইন্ডোফিল এম-৪৫/ সিকিউর/ মেলোডিডিও ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- যেসকল জমিতে ইতোমধ্যে মড়ক দেখা দিয়েছে সেসকল জমিতে রিডোমিল গোল্ড (২.৫ গ্রাম/লিটার)/ ক্যাবরিওটপ(৩ গ্রাম/লিটার)/ নিউবেন (২ গ্রাম/লিটার)/ একরোভেটএ,জেড (৪ গ্রাম/লিটার)/ করমিল (২ গ্রাম/লিটার)/ নাজহ (২ গ্রাম/লিটার) ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় পাতার উপর ও নিচে ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- আলুর জমিতে মড়ক দেখা দিলে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ ও সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে।
- এছাড়াও জাবপোকা ও সাদা মাছি পোকা দমনের জন্য তুন্দ্রা/ এসাটাফ ১ গ্রাম/ লিটার পানি বা ভলিয়মফ্লেক্সি ৫ গ্রাম/১০লিটার পানি বা ম্যালাথিয়ন জাতীয় যেকোন কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করা যেতে পারে।

ভুট্টা:

- ভুট্টা ক্ষেতের গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে।
- ভুট্টা ফসলে এইজেড ও জাত অনুসারে বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং ৪০-৪৫দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ভুট্টার সাথে সাথী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- ভূট্টা ফসলে ফল আর্মিওয়াম পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে, কাজেই নিয়মিত মনিটরিং, স্কাউটিং ও প্রয়োজনে দমন ব্যবস্থা নিতে হবে। মনিটরিং এর জন্য ফেরোমন ট্রাপ (একরপ্রতি৫টি) ব্যবহার করতে হবে।

সরিষা/সীমঃ

মেঘলা আবহাওয়ায় সরিষা ক্ষেত ও সীম গাছে জাবপোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে জৈববালাইনাশক হিসেবে বিষকাটালীর রস, নিম/ তামাক পাতার রস প্রয়োগ করতেহবে। আক্রমণতীব্রহলেম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করতে হবে।

পানঃ

ঘনকুয়াশা, নিম্নতাপমাত্রা ও শৈত্য প্রবাহের ফলে পান গাছের পাতা ঝরে যাওয়া/ পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায়-

- পান বরজের বেড়া ও ছাউনি ঘন করে মেরামত করতে হবে যাতে কুয়াশা ও বাতাস পান বরজে ঢুকতে না পারে। বিশেষতঃ উত্তর পার্শ্বের বেড়া ভালভাবে দিতে হবে।
- আক্রান্ত মরা পান গাছ, লতা-পাতা ভালোভাবে বেছে বরজ পরিষ্কার করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সরাসরি সরিষার খৈল ও নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা যাবে না। খৈল ভিজিয়ে ৭/৮ দিন পচানোর পর তা শুকিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- পানের লতা ও পাতার পচন রোগ দমনের জন্য (মেলোডিডিও প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) / সিকিউর (১গ্রাম/লিটার পানিতে)/ জিটালাক্স ২৫ ডব্লিউপি অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত লতা ও পাতায় ১০ দিন অন্তর অন্তর ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আম, লিচু ও কুলঃ

ঘন কুয়াশার কারণে আম, লিচু ও কুল গাছের মুকুল নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এসময় হপার পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক ১ মিলি/লিঃ হারে পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে। এনথ্রাকনোজ রোগ দমনে প্রতিরোধক হিসেবে কার্বেন্ডাজিম/ প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক অনুমোদিত হারে স্প্রে

করতে হবে।

এমতাবস্থায়, এসময়ে কৃষক ভাইদের করণীয় এসব দিকগুলো উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষক/কৃষাণিদের পরামর্শ প্রদান ও বহুল প্রচারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

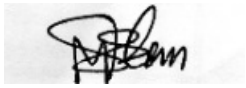

১৫-০১-২০২৪
মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপপরিচালক
০৪৯৮-৬৩৪২৪
ddaejkt@yahoo.com

উপজেলা কৃষি অফিসার, ঝালকাঠি সদর/নলছিটি/রাজাপুর/কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।

স্মারক নম্বর: ১২.০১.৪২০০.০৩৯.৫১.০০৫.২২.২/১ (১)

তারিখ: ১ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য)/(পিপি)/(উদ্যান), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি।

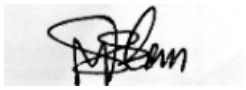

১৫-০১-২০২৪
মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপপরিচালক